Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফেরদৌস আক্তার সেতু

রোলঃ ২১৫০০০৭৫

৮ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফেরদৌস আক্তার সেতু

রোলঃ ২১৫০০০৭৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের ধারণা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফেরদৌস আক্তার সেতু, আইডিঃ ২১৫০০০৭৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের ধারণা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

ফেরদৌস আক্তার সেতু

আইডিঃ ২১৫০০০৭৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
লেখকের কলাম	৬
অধ্যায় : ১	
১. ভূমিকা	৭
২. দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব কাদের?	৮
৩. অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার ইসলামের বিধান কী?	৯
৪. কোনো ধর্মকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য করনীয়	১০
অধ্যায় :২	
৫. হিন্দুধর্ম পরিচিতি	১১
■ একজন হিন্দুর পরিচয়	১১
■ হিন্দুধর্মের সঙ্গা	১২
৬. হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা	১২
৭. হিন্দুধর্মে আক্বীদা বিশ্বাস	১৫
■ সৃষ্টিকর্তা : ব্রহ্মা	১৬
■ ধ্বংসকর্তা : শিব	১৭
■ শ্রীকৃষ্ণ : বিষ্ণু	১৮
■ শক্তির দেবী :দূর্গা	১৯
■ জ্ঞানদাতা : সরস্বতী	২১
■ সুখ ও সৌভাগ্যদাতা : লক্ষ্মী	২২
■ সৌন্দর্য দাতা : কার্তিক	২৩
■ অলঙ্কার শিল্পের স্রষ্টা : বিশ্বকর্মা	২৩
■ শক্তির অধিকারী : কালী	২৪
■ স্বর্গ রাজা : ইন্দ্র	২৪
■ পরমেশ্বরের পূজার ব্যাপারে হিন্দুদের বিশ্বাস	২৫
অধ্যায় :৩	
৮. মূর্তি পূজা যেভাবে শুরু হয়	২৫
৯. মূর্তিপূজাকারীর শাস্তি	২৬

১০. আল্লাহর কোন শরিক নেই	২৬
১১. ইসলামে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা	২৭
অধ্যায় : ৪	
১২. সাধারণ প্রশ্ন - উত্তর	৩১
■ প্রাচীনতম ধর্ম	৩১
■ ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?	৩১
■ ঈশ্বর কি একাধিক হতে পারে?	৩১
■ ঈশ্বরের কি আকার হতে পারে?	৩২
■ হিন্দুধর্মে মূর্তি পুজা নিয়ে কি বলা আছে?	৩৪
■ পৃথিবীতে এত ধর্ম কেন?	৩৫
■ রাম বা শ্রীকৃষ্ণ কি আল্লাহর রাসূল?	৩৭
■ হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো কি আসমানী কিতাব?	৩৭
■ আল্লাহকে ঈশ্বর, ভগবান বা গড ইত্যাদি নামে ডাকা যাবে?	৩৮
■ সৃষ্টিকর্তা কি পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আসতে পারেন?	৩৯
১৩. হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি (কথোপকথন)	৪০
১৪. রেফারেন্স	৫৪

লেখকের কলাম

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ।

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার নামে যিনি আমাকে এতো মূল্যবান একটা কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাকে দাওয়াহ বিষয়ে হিন্দুইজম নিয়ে থিসিস করার তৌফিক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক যখন কারো মাধ্যমে কোনো খেদমত নিতে চান, তখন অযোগ্য ব্যক্তিকেও তিনি নিজ অনুগ্রহ বারিতে সিক্ত করেন, হাজার প্রতিকুলতা থাকলেও তাকে দিয়ে খিদমত করিয়ে নেন। আমি যেন তেমনই একজন অযোগ্য ব্যক্তি যাকে রব নিজ অনুগ্রহে এই সুযোগ করে দিলেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা যেন আমার এই ক্ষুদ্র কাজটিকে কবুল করে নেন, সাথে এই অধমকেও যেন কবুল করে নেন এই দুয়া চাই। আল্লাহ তা'আলা আমার থিসিস যেন আমার সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করেন এবং এটা যেন আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যায়। পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যেন দ্বীনের খেদমতে কাজ করতে পারি সেই দুয়া চাই ইন শা আল্লাহ।

পরিশেষ বলতে চাই, কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়, এর মধ্যে কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এই থিসিস এর বেশির ভাগ তথ্য ডা.জাকির নায়েকের লেকচার এবং তার লেখা "ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য" বই ও মুফতি যুবায়ের আহমেদ হাফিজাহুল্লাহ এর "হিন্দুভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি" বই থেকে নেওয়া।

ফেরদৌস আক্তার সেতু

২১৫০০০৭৫

ব্যাচ ২১৫

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার, যিনি জ্বিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁরই ইবাদত করার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক সাহাবায়ে কেরাম ও আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রচার- প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ ও ত্যাগ স্বীকারকারী মহামনীষীদের প্রতি।

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলাম মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় নেয়ামত। আল্লাহর নেয়ামত হিন্দু মুসলিম সবার জন্য সমান। পৃথিবীতে প্রায় আটশত কোটি মানুষের মধ্যে, মাত্র দুইশত কোটি থেকে কিছু কম মানুষ হলো মুসলিম। আল্লাহ্ তা'আলা মাত্র ২৪ ভাগ মুসলমানকে ইসলামের মতো নেয়ামত দেবেন, আর বাকিদেরকে দেবেন না! এটা কীভাবে সম্ভব! এটা হতেই পারে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ধর্ম সকল মানুষের জন্য।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা এরশাদ করেন-

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।"

কোন অমুসলিম যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে অনুসরণ করে, তাহলে সে কি সফল হবে? না কখনও না। আল্লাহতা'আলা বলেন-

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

অর্থ: "যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম কামনা করবে, তার থেকে তা কখনই কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" [আলে ইমরান, ৩:৮৫]

আল্লাহ তা'আলাতার নেয়ামতকে সকল মানুষের জন্য সহজলভ্য করেছেন। বাতাস, পানি, ফল-মূল, নদ-নদী,চন্দ্র-সূর্য যেমন সকল মানুষের জন্য, তেমনি ইসলাম ও সবার জন্য। কিন্তু আমাদের অমুসলিম ভাই বোনেরা কি জানে একথা? এই জানানোর

দায়িত্ব টা কাদের? নবী রাসূলগনের আগমনের ক্রমধারা তো বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সা: এর মাধ্যমে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য। তাহলে এখন এই দায়িত্ব কাদের? এটা আমাদের দায়িত্ব। উম্মতে মুহাম্মাদের দায়িত্ব এটা, তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছে দেয়া, তাদেরকে সঠিক পথ টা দেখানো। আল্লাহ যেন আমাদের দাওয়াতের হক্ব আদায় করার তৌফিক দেন, আমিন।

দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব কাদের?

অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব প্রতিটি মুসলমানের। শুধু ওলামায়ে কেরামের না, বরং এই দায়িত্ব সকল মুসলমানের।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত , মানব জাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে।" [আলে ইমরান:১১০]

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

"আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও মানুষের কাছে পৌঁছে দাও।"

উপরে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় এই দায়িত্ব সকল মুসলমানের উপর অর্পিত হয়েছে। অতএব বোঝা গেল, আমাদের প্রত্যেক মুসলিম যে যেই পেশার মানুষ ই হই না কেন আমাদের নিজের আত্মশুদ্ধির চিন্তা করতে হবে এবং অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দিতে হবে।

অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার ইসলামের বিধান কী?

অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেয়ার শরয়ী বিধান কি? ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া, না সুন্নাত। নিম্নের আলোচনা থেকে আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ফরজে আইন

অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ ঐ সময় ফরজ হবে যখন কুফর বিজয়ী থাকবে, সত্য পরাজিত থাকবে, দা'ঈর সংখ্যা হবে নিতান্তই কম, মন্দকাজ হবে ব্যাপক, মুর্খতা ও অজ্ঞতা সর্বস্তরে বিরাজ করবে। এমতাবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে সাধ্যানুযায়ী অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত ফরজে আইন।

সুন্নাত

অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজ ঐ সময় সুন্নাত হবে, যখন দা'ঈদের সংখ্যা থাকবে পর্যাপ্ত। দাওয়াতী সংঘঠন চতুরদিকে ছড়িয়ে পরবে। হক বিজয়ী থাকবে। বাতিল থাকবে পরাজিত। রাষ্ট্র নিজেই দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দিবে। এই অবস্থায় সাধরণ মানুষের উপর দাওয়াতী কাজ করা সুন্নাত।

ফরজে কেফায়া

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, অমুসলিম ভাই-বোনদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ফরজে কেফায়া। অনেকে বলেছেন সাধ্যানুযায়ী ফরজে আইন।

ফরজে কেফায়া বলা হয় এমন হুকুম বা কাজ, যা সকল মুসলমানের উপর ফরজ। তবে সকলের পক্ষ থেকে যদি কিছু মানুষ ওই কাজ আদায় করে দেয়, তাহলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না। যদি আদায় না করো তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে।

অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো হলো ফরজে কেফায়া। প্রত্যেক অমুসলিমের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এমন কিছু লোক থাকতে হবে। যাদের মাধ্যমে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে যায়। যদি সকলের কাছে দাওয়াত না পৌঁছে,

তাহলে সকল মুসলমান গুনাহগার হবে। প্রত্যেক এলাকায় কমপক্ষে চার জন ব্যক্তি এমন থাকতে হবে, যারা সর্বদায় অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদিও চারজন দ্বারা দাওয়াতের ফরজে কেফায়া আদায় হবে না।

কোনো ধর্মকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য করণীয়

অধিকাংশ ধর্মানুসারীরা নিজেরাই নিজ নিজ ধর্মের সঠিক শিক্ষা কি তা হয়ত জানেন না। সেজন্য কোনো ধর্ম বোঝার সর্বোত্তম ও সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি হল সেই ধর্মের মূল উৎস অর্থাৎ আসমানি বা পবিত্র গ্রন্থমালা থেকে জানা ও বোঝা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনের ৩ নম্বর সূরা আল ইমরানের ১০৩ নম্বর আয়াতে বলেছেন:

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا

"আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

এখানে 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, মুসলমানদের বিভক্ত হওয়া উচিত নয় এবং তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিকারী একমাত্র উপাদান হলো ইসলামের মূল উৎস অর্থাৎ পবিত্র কুরআন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনের ৪ নম্বর সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতসহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল।"

কুরআনকে ভালোভাবে বুঝতে হলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺকুরআনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা দেখতে হবে। কারণ আল্লাহ তার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তাই ইসলামকে বোঝার সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা হলো ইসলামের মূল উৎসগুলো অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীস বোঝা।

একইভাবে, হিন্দুধর্ম বোঝার সবচেয়ে ভালো ও উপযুক্ত পন্থা হলো হিন্দুধর্মের মূল উৎসগুলোকে অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো বোঝা। হিন্দুধর্মের

সবচেয়ে পবিত্র ও মৌলিক উৎসগুলো হলো বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, ভগবদ্গীতা, পুরাণ, ইত্যাদি।

তাই আমরা হিন্দু ধর্মের মৌলিক গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে এই ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারবো।

হিন্দুধর্ম পরিচিতি

একজন হিন্দুর পরিচয়

■ হিন্দু শব্দটির ভৌগোলিক তাৎপর্য রয়েছে। সিন্ধু নদের তীরবর্তী এলাকার অধিবাসী বা সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চল বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হত।

■ ইতিহাসবিদগণ বলেন, হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশকারী পারস্যবাসীরাই প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। আরবরাও হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করতেন।

■ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিওনস এন্ড এথিক্স ৬:৬৯০ অনুসারে ভারতে মুসলমান আগমনের আগে ভারতীয় সাহিত্য বা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর কোথাও 'হিন্দু' শব্দটির উল্লেখ ছিল না।

■ জওহরলাল নেহরু তার ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া বইটির ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন অষ্টাদশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, যেখানে এই শব্দ দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে, কোন বিশেষ ধর্মের অনুসারীকে নয়। 'হিন্দু' শব্দটি দিয়ে কোন বিশেষ ধর্মকে বোঝানোর বিষয়টি আরো পরে ঘটে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে হিন্দু হলো একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা বা শব্দ যা দিয়ে সিন্ধু নদের তীরে বসবাসকারী মানুষদের তথা ভারতবর্ষে বসবাসকারী মানুষদের বোঝানো হত।

হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা

ক. হিন্দু শব্দটি থেকে হিন্দুধর্ম শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ২০:৫৮১ অনুসারে উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষায় হিন্দু শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়, যা দিয়ে ইংরেজরা সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসকে বোঝাতো। ১৮৩০ সালে ইংরেজ লেখকরা মুসলমান ও খ্রিস্টান ছাড়া ভারতবর্ষের সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষকে বোঝাতে হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্ববাদ শব্দটি ব্যবহার করে।

খ. হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্ববাদ মূলত নামের ভুল প্রয়োগ। তাদের মতে, 'হিন্দুধর্ম'-কে বলা উচিত 'সনাতন ধর্ম' যার অর্থ চিরন্তন ধর্ম, অথবা 'বৈদিক ধর্ম' যার অর্থ বেদের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, এই ধর্মের অনুসারীদের 'বেদানুসারী' বলে পরিচয় দেওয়া উচিত।

হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা

কোনো জ্ঞানী হিন্দুকে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি জবাব দিবেন যে, হিন্দুধর্ম অনুযায়ী আমাদের বিশ্বাস ও পূজা করা উচিত এক ইশ্বরকে। কিন্তু একজন সাধারণ হিন্দু যে ধর্মমতে বিশ্বাস করে সেটি হলো প্যানথিজম। সব কিছুই স্রষ্টা।

সাধারণ হিন্দুরা বিশ্বাস করে- গাছ, সূর্য, চন্দ্র, মানুষ এমন কি সাপও স্রষ্টা। আর আমরা মুসলমানরা বলি সব কিছু স্রষ্টার। 'স্রষ্টা' শব্দটার পরে 'র' আছে। সবকিছুর একমাত্র একচ্ছত্র মালিক হলেন স্রষ্টা। গাছ, সূর্য, চন্দ্র, মানুষের একমাত্র মালিক স্রষ্টা। তাহলে একজন সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য হলো, হিন্দু বলবে সব কিছুই স্রষ্টা আর একজন মুসলমান বলবে সব কিছুই 'স্রষ্টার' সৃষ্টি। আল-কুরআন এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে-

'সেই কথায় এসো, যা আমাদের এবং তোমাদের মাঝে এক।'

এখানে প্রথম সাদৃশ্যটা হলো -

'আমরা অন্য কারো ইবাদত করি না আল্লাহ তাআলা ব্যতীত।'

এবার দেখবো হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে সেই ধর্মের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে কি বলা আছে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী -

ছান্দগ্য উপনিষদ: অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-২ ও ১-এ রয়েছে -

'স্রষ্টা মাত্র একজনই। দ্বিতীয় কেউ নেই।'

শ্বেতাপত্র উপনিষদ: অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-৯-এ রয়েছে -

'তাঁর (ঈশ্বরের) কোনো বাবা মা নেই, তাঁর কোনো প্রভু নেই, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো বাবা নেই, তাঁর কোনো মা নেই তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই।'

শ্বেতাসত্র উপনিষদ: অধ্যায়-৪, পরিচ্ছেদ-১৯-এ রয়েছে-

‘সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা নেই, কোনো প্রতিমূর্তি নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই, কোনো রূপক নেই, কোনো ফটোগ্রাফ নেই, তাঁর কোনো ভাস্কর্য নেই।’

শ্বেতাসত্র উপনিষদ: অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ ১০, অনুচ্ছেদ ২০-এ উল্লেখ আছে-

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পায় না'।

এছাড়াও ভগবদগীতা অধ্যায়-৭ অনুচ্ছেদ ২০-এ রয়েছে-

'সেসব লোক যাদের বিচারবুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে। জাগতিক আকাঙ্ক্ষা, তারাই মূর্তি পূজা করে।'

ভগবদগীতা: অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-২০: অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৩-এ বলা হয়েছে-

'লোকে জানে আমি কখনো জন্মায় নি, কখনো উদ্ভূত হই নি। আমি এ বিশ্ব জগতের সর্বময় প্রভু।'

যযুর্বেদ: অধ্যায়-৪০, অনুচ্ছেদ-৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে,

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরাকার ও পবিত্র।'

বেদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হলো ঋগবেদ। এ ঋগবেদের গ্রন্থ-১, ১৬৪ নং পরিচ্ছেদ-৪৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

'সত্য একটাই। ঈশ্বর একজনই। জ্ঞানীরা এক ঈশ্বরকে ডেকে থাকেন অনেক নামে।'

ঈশ্বর একজনই, তবে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এক ঐশ্বরকেই অনেক নামে ডাকেন। কেবল ঋগবেদের ২ নং গ্রন্থের ১ নং অনুচ্ছেদে ঈশ্বরকে ৩৩টি আলাদা নামে ডাকা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো 'ব্রহ্মা'। 'ব্রহ্মা' শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা।সৃষ্টিকর্তা শব্দের আরবি হলো 'খালিক'।

মুসলমানদের কোনো আপত্তি থাকে না যদি কেউ বলে যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা হলেন খালিক। কিন্তু যদি কেউ বলে ঈশ্বরের ৪টি মাথা আছে: প্রত্যেক মাথায় একটা করে মুকুট আছে, তাহলে মুসলিমরা বলবে, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বানানো হচ্ছে। মুসলমান সম্প্রদায় তাহলে প্রবল আপত্তি জানাবে। এছাড়াও সেটা শ্বেতাসত্র উপনিষদের বিপরীত যায়।

শ্বেতাসত্র উপনিষদ: অধ্যায় নং-৪, অনুচ্ছেদ নং ১০-এ উল্লেখ করা হয়েছে

'স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই'।

'ঋগবেদের' ২নং গ্রন্থের ১নং অধ্যায়ের ৩নং অনুচ্ছেদে স্রষ্টাকে বা ঈশ্বরকে আরেকটি নামে ডাকা হয়েছে সেটা হলো 'বিষ্ণু'। 'বিষ্ণু' হলো সেই ঈশ্বর যিনি রক্ষাকারী। যদি এই রক্ষাকারী শব্দটা আরবি করা হয় তাহলে কাছাকাছি শব্দ হল 'রব'।মুসলমানদের কোনো ধরনের আপত্তি নেই যদি কেউ সৃষ্টিকর্তাকে 'রব' বা রক্ষাকারী বলে। কিন্তু যদি বলে থাকেন ঈশ্বরের ৪টি হাত আছে। তাহলে মুসলিমরা বলবেন, এভাবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বানানো হয়েছে। তাঁর এক হাতে পদ্ম আরেক হাতে শাঁখ, সমুদ্রের ওপর ঘুরে বেড়ান সাপের পিঠে চড়ে। ইসলামের অনুসারীরা এতে অবশ্যই আপত্তি তুলবে। এছাড়া এটি যযুর্বেদের বিরুদ্ধে যায় ।

যযুর্বেদ অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ নং ৩-এ বলা হয়েছে-

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্তি নেই। তাঁর কোনো রূপক নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই'।

এছাড়া ঋগবেদ গ্রন্থ-৮, পরিচ্ছেদ-১, অনুচ্ছেদ-১-এ বলা হয়েছে,

'শুধু তাঁরই উপাসনা কর। এক ঈশ্বরের এবং তাঁকেই বন্দনা কর।'

ঋগবেদ গ্রন্থ-৬, পরিচ্ছেদ-৪৫, অনুচ্ছেদ ১৬-তে উল্লেখ আছে, 'শুধু তাঁর বন্দনা কর। তাঁর উপাসনা কর।'

হিন্দুধর্মের আক্বীদা বিশ্বাস

সৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্বাস

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়-এ উল্লেখ আছে।

"সৃষ্টির প্রথমে ভগবান লোকসমূহ নির্মাণের ইচ্ছা করলেন। ইচ্ছা হওয়ামাত্রই তিনি মহৎ-তন্ত্রবাদিসম্পন্ন পুরুষরূপ গ্রহণ করলেন। তার মধ্যে দশ ইন্দ্রিয়, মন আর পঞ্চভূত- এই ষোলটি করা ছিল।।১।।

তিনি যখন কারনার্ণবে শায়িত হয়ে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন, তখন তাঁর নাভিহ্রদ থেকে এক পদ্মের সৃষ্টি হলো, এবং সেই কমল থেকে প্রজাপতিগণের অধিপতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন।।২।।

ভগবানের সেই বিরাটরূপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের মধ্যেই সমস্ত লোকের কল্পনা করা হয়েছে, তাঁর সেই রূপ বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় সত্তবময় শ্রেষ্ঠ রূপ।।৩।।

যোগীগণ দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ভগবানের সেই রূপ দর্শন করেন। ভগবানের সেই রূপে অসংখ্য পদ, উরু, হস্ত ও মুখ থাকায় তা অতিশয় আশ্চর্যজনক, তার মধ্যে অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য কর্ণ, অসংখ্য চক্ষু ও অসংখ্য নাসিকা রয়েছে এবং সেই রূপ অসংখ্য মুকুট, বস্ত্র ও কুণ্ডলাদি অলংকারে শোভিত।।৪।।

ভগবানের সেই পুরুষরূপ, যাকে নারায়ণ বলা হয়, অনেক অবতারের অক্ষ বীজস্বরূপ- এখান থেকেই সকল অবতারের প্রকাশ। এই রূপের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ দ্বারা দেবতা, পশুপক্ষী ও মনুষ্যাদি দেহের সৃষ্টি হয়। ৫। ইত্যাদি। [শ্রীমদ্ভাগবত মহাপূরাণ ১/৩/১-৫]

স্রষ্টা সম্পর্কে বিশ্বাস

হিন্দুরা একজনকেই ঈশ্বর মানে, তবে তার শক্তিকে বিভিন্ন জনের কাছে ভাগ করে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য হলো ঈশ্বর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ নিয়ে আসেন। যেমন:

সৃষ্টিকর্তা

ব্রহ্মা হিন্দুধর্মের প্রধান তিন দেবতার একজন; অন্য দুজন বিষ্ণু ও শিব। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা 'প্রজাপতি' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ঋগ্বেদসহ পুরাণে বিষ্ণুর দশাবতারেরও বর্ণনা রয়েছে। বিষ্ণুর এই দশ প্রধান অবতারের মধ্যে নয়জনের জন্ম অতীতে হয়েছে এবং এক জনের জন্ম ভবিষ্যতে কলিযুগের শেষলগ্নে হবে বলে হিন্দুরা

বিশ্বাস করেন। বিষ্ণু সহগ্রনামে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উক্তিতে বিষ্ণুকে "সহগ্রকোটি যুগ ধারিনে" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ, বিষ্ণুর অবতারগণ সকল যুগেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। ভগবতগীতা অনুসারে, ধর্মেরপালন এবং দুষ্টের দমন ও পাপীর ত্রাণের জন্য বিষ্ণু অবতাররূপ ধারণ করেন। হিন্দুদের প্রায়সকল শাখাসম্প্রদায়ে, বিষ্ণুকে বিষ্ণু বা রাম, কৃষ্ণপ্রমুখ অবতারের রূপে পূজা করা হয়।

হিন্দুধর্মের ত্রিমূর্তি ধারণায় ব্রহ্মাকে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টির প্রতীক, বিষ্ণুকে স্থিতির প্রতীক ও শিবকে ধ্বংসের প্রতীক রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভাগবত পুরাণ মতে, ত্রিমূর্তির এই তিন দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর পূজাই সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ। বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে ভগবান বিষ্ণুই সর্বোচ্চ ঈশ্বর। ভগবান বিষ্ণু থেকেই ব্রহ্মা এবং শিবের উৎপত্তি।

[উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে।]

ধ্বংসকর্তা : শিব

শিব হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা। ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও সংহার এই ত্রিশক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতারূপে পরিচিত। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর শিব ধ্বংস করেন। এই সৃজন- পালন-সংহার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জগৎসংসার চলমান আছে।

শিব অনার্য দেবতা, অর্থাৎ আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বে ভারতের আদিম জনগোষ্ঠীর দেবতা ছিলেন শিব। তিনি খুব প্রভাবশালী ছিলেন, তাই আর্য সমাজে তাঁর স্থান হয়েছে। বেদে তিনি রুদ্র নামে উল্লিখিত হয়েছেন। এই রুদ্রই পরবর্তীকালে শিব বা মহাদেব নামে বহুল পরিচিতি লাভ করে। শিবের সঙ্গে সমাজের একেবারে সাধারণ মানুষের নিবিড় সম্পর্ক দেখা যায়। শ্বশুর দক্ষের যজ্ঞস্থলে স্বামী নিন্দায়ক্ষুব্ধ সতী দেহ ত্যাগ করলে শিব দক্ষ যজ্ঞ লন্ডভন্ড করে দেন। তিনি যখন শোকোন্মত্ত অবস্থায় সতীর মৃত দেহ স্কন্ধে নিয়ে নৃত্য করছিলেন, তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর মৃতদেহ খন্ড-

বিখন্ড করে ফেলেন। সেই খন্ডগুলি ভারতের যে যে স্থানে পতিত হয়, সে সে স্থান ৫১টি পীঠ ও ২৬টি উপপীঠ বা তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শিব স্বয়ং ঈশ্বররূপে বন্দিত হয়েছেন। এছাঙা সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় তাঁর কাহিনী নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেব খন্ডে শিবের কাহিনী একটি আবশ্যিক বিষয় রূপে গৃহীত হয়েছে। শিবের গাজন এক সময় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির অন্যতম প্রধান উৎসব ছিল। বর্তমানেও কোন কোন অঞ্চলে এ উৎসব পালিত হয় হিন্দুদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস-ভক্তিতে আজও শিবের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ। ভারতের ন্যায় বাংলাদেশেও শিবচতুদর্শী তিথিতে ভক্তগণ শিবরাত্রি ব্রত উদযাপন সহ শিবলিঙ্গে অর্ঘ্য নিবেদন করে এবং কোথাও কোথাও এ উপলক্ষে মেলাও বসে। ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শিবের মন্দির রয়েছে।

এক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন থেকে যায় :

১. একজন মানুষ যিনি বিবাহ করেছেন। ছেলে মেয়ে জন্ম দিয়েছেন। শশুর বাড়ি গিয়েছেন, ইত্যাদি। এমন লোক আবার প্রভু হয় কীভাবে?

২. শিবই যদি ধ্বংসকর্তা হয় তাহলে তিনি দুনিয়াতে আসার আগে কে ধ্বংস করতো?

৩. শিবই যদি ধ্বংসকর্তা হন তাহলে তাকে কে ধ্বংস করলো?

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ হলেন এমন এক সত্তা, যিনি এক, তার কোন সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন। সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা সবকিছু তিনিই। আর তিনিই হলেন আল্লাহ্।

শ্রীকৃষ্ণ : বিষ্ণু

হিন্দুধর্মে ব্যাপকভাবে পূজিত দেবতাদের অন্যতম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুর অষ্টম অবতাররূপে পৃথিবীতে তাঁর আগমন এবং আপন মহিমায় তিনি শ্রেষ্ঠতম। বৈদিক সাহিত্য ও ঋগবেদে কৃষ্ণের বহুল উল্লেখ রয়েছে ইন্দ্রবিরোধী এক অনার্য যোদ্ধারূপে।

জন্মসূত্রে ছিলেন অনার্য, পরে আর্য সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং তাঁকে একত্র করেই বৈষ্ণব ধারার প্রবর্তন হয়। শ্রীকৃষ্ণ একজন আদর্শ চরিত্রের ঐতিহাসিক পুরুষ। ধর্মপ্রবক্তা ও সংস্কারকরূপে হিন্দুধর্মে ভীষণরূপে শ্রদ্ধেয়। হরি বংশ পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবতগীতায় বিশেষত ভগবদগিতার দশম ও একাদশ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবন বর্ণিত হয়েছে। মথুরায় তখন এক অত্যাচারী রাজা ছিল। তার নাম ছিল কংশ। কংশ শ্রীকৃষ্ণের মাতুল হলেও ভবিষ্যৎ গণনায় জানতে পেরেও ছিল যে কৃষ্ণের মৃত্যু হবে। আর এ জন্যই রাজা কংশ ভগ্নি ও ভগ্নিপতি দেবকী ও বাসুদেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং নিজের হাতে বোনের সন্তানদের হত্যা করে। কৃষ্ণকে যমুনা নদীর অপর পারে গোকুলায় পাচার করে দেয় কোন এক হৃদয়বান ব্যক্তি। গোকুলায় কৃষ্ণ নন্দ ও তদীয় স্ত্রী যষদার গৃহস্থ ঘরে বড় হতে থাকে। রাখাল যুবকরূপে কৃষ্ণ গোকুলে থেকে বাঁশিতে মধুর সুর সৃষ্টি করে গোপকণ্যা ও গোপঞ্জীদের ঘর থেকে বেরিয়ে তার বাঁশির সৃষ্টসুরের তালে নৃত্য করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। গোপী নারীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই সময়ে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় বিশেষ করে গোপ কণ্যা ও গোপস্ত্রী রাধার সঙ্গে সেটাই ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের জীবাত্ম পরমাত্মক সম্পর্ক, মূল তন্ত্র।

দূর্গা : শক্তির দেবী

দূর্গা (সংস্কৃত: দুর্গা; অর্থাৎ "যিনি দুর্গতি বা সংকট থেকে রক্ষা করেন"; অন্যমতে, "যে দেবী দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছিলেন") হলেন একজন হিন্দু দেবী। তিনি একজন জনপ্রিয়দেবী। হিন্দুরা তাঁকে মহাশক্তির একটি উগ্র রূপ মনে করেন। তাঁর অন্যান্য নামসমূহ হল চণ্ডিকা, যোগমায়া, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, মহিষাসুরসংহারিণী নারায়নী, মহামায়া, কাত্যায়নী ইত্যাদি। দেবী দূর্গার অনেকগুলি হাত। তাঁর অষ্টাদশভূজা, ষোড়শভূজা, দশভূজা, অষ্টভূজা ও চতুর্ভূজা মূর্তি দেখা যায়। তবে দশভূজা রূপটিই বেশি জনপ্রিয়। তাঁর বাহন সিংহ (কোন কোন মতে বাঘ)। মহিষাসুরমর্দিনী-মূর্তিতে তাঁকে মহিষাসুর নামে এক অসুরকে বধরত অবস্থায় দেখা যায়।

হিন্দুধর্মে দেবী দূর্গা পরমা প্রকৃতি ও সৃষ্টির আদি কারণ। হিন্দু পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে তিনি শিবের স্ত্রী পার্বতী, কার্তিক ও গণেশের জননী, এবং কালীর অন্যরূপ। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে এবং আগমনী গানে দূর্গারূপে শিবজায়া হিমালয়দুহিতা পার্বতীর সপরিবারে পিতৃগৃহে অবস্থানের আনন্দময়দিনগুলির (দূর্গাপূজা) এবং তাঁর বিবাহিত জীবনের অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়।

দূর্গার আরাধনা বাংলা, অসম, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত। ভারতের অন্যত্র দূর্গাপূজা নবরাত্রি উৎসব রূপে উদযাপিত হয়। বছরে দুইবার দুর্গোৎসবের প্রথা রয়েছে। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে শারদীয়া এবং চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে বাসন্তী দূর্গাপূজা। সম্ভবত খ্রিষ্টীয়দ্বাদশ -ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় দুর্গোৎসব প্রবর্তিত হয়। জনশ্রুতি আছে, রাজশাহীর তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ প্রথম মহাআড়ম্বরে শারদীয়া দূর্গাপূজার সূচনা করেছিলেন।

দূর্গা মূলত শক্তির দেবী। ঋগ্বেদে দূর্গার বর্ণনা নেই, তবে ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তকে দেবী দূর্গার সূক্ত হিসাবেই মান্যতা দেওয়া হয়। দূর্গার বিশেষ আলোচনা ও পূজাবিধি তন্ত্র ও পুরাণেই প্রচলিত। যেসকল পুরাণ ও উপপুরাণে দূর্গা সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে সেগুলি হল: মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও দেবী ভাগবত। তিনি জয়দূর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদূর্গা, চণ্ডী, নারায়ণী প্রভৃতি নামে ও রূপে পূজিত হন।

দেবী দূর্গা শাক্ত ধর্মে সর্বোচ্চ আরাধ্য দেবী, বৈষ্ণব ধর্মে তাঁকে ভগবান বিষ্ণুর অনন্ত মায়া হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয় এবং শৈবধর্মে দূর্গাকে শিবের অর্ধাঙ্গিনী পার্বতী হিসাবে অর্চনা করা হয়। বৈদিক সাহিত্যে দূর্গার উল্লেখ পাওয়া যায়। কেনোপনিষদে বর্ণিত হৈমাবতীকে দূর্গা হিসাবেই আখ্যাযুতি করা হয়েছে; ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়াকে দূর্গা আখ্যা দেওয়া হয়েছে যিনি হরি সহায়িনী তথা হরিভক্তি প্রদায়িনী। এইসমূহ ছাড়াও দূর্গাদেবীর বর্ণনা মহাভারতের বিরাট পর্ব ও অন্যান্য পুরাণে পাওয়া যায়। দূর্গাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন অবতার সমূহ হল: কালিকা, নন্দা, ভ্রামরী, শাকম্ভরী, রক্তদণ্ডিকা, সতী, পার্বতী, কৌশিকী ইত্যাদি।[৩]

[°-বিশ্বের ধর্ম পরিচিতি, পৃ-১৮৬, হিন্দু শিক্ষা -১২ ও উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে]

জ্ঞানদাতা : সরস্বতী

রাজহংসবাহনা বিদ্যাদেবী। হিন্দুশাস্ত্রে তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার স্ত্রী বলে কথিত। তাঁর বর্ণ বরফের মতো সাদা, পরনে সাদা শাড়ি, গলায়সাদা পুঁতির মালা এবং হাতে থাকে কচ্ছপি নামের একটি বীণা। দেবতা শিব ও বিষ্ণু পর্যন্ত তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। সরস্বতীর বর্ণনায়সাদা বর্ণের প্রাধান্য দেখা যায়, যা তাঁর শুদ্ধতার প্রতীক এবং স্বভাবে সাত্ত্বিক গুণের পরিচায়ক। হিন্দু শিক্ষার্থীরা বিদ্যালাভের আশায় সরস্বতীর অর্চনা করে।

ঋগবেদের দুটি মন্ত্রে সরস্বতীর উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে সরস্বতী নামে একটি নদী ছিল বলে জানা যায়, তবে এই নদী কোন পথে প্রবাহিত হতো তার সন্ধান পাওয়া যায়নি; তাই একে সাধারণত গুপ্তগামিনী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পবিত্র ভূমি প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল সঙ্গম নামে পরিচিত। ধর্মীয়দিক থেকে এই সঙ্গমস্থান হিন্দুদের নিকট খুবই পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। তাদের বিশ্বাস, জীবনে অন্তত একবার প্রয়াগ দর্শন করা উচিত। এভাবে সরস্বতী দেবী ও নদী হিসেবে দ্বৈত ভূমিকায় অবর্তীর্ণ। তাঁর নানা নাম বীণাপাণি, ভারতী ইত্যাদি। তিনি ভক্তদের ভেতর থেকে অজ্ঞানতা দূর করে তাদের জ্ঞান দান করেন। তাঁর আশীর্বাদ পেলে মূর্খও জ্ঞানী হতে পারে ভক্তদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত। মহাকবি কালিদাসকে বলা হয় সরস্বতীর বরপুত্র।

বাংলাদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু ছাত্রছাত্রী মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতে (শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে) শ্রদ্ধাভক্তির সাথে সরস্বতী পূজা করে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্ররা বহুকাল আগ থেকে সরস্বতী পূজা করে আসছে। অধিকাংশ হিন্দু পরিবার পারিবারিকভাবেও সরস্বতী পূজা করে থাকে। পূজার সময়পবিত্র গ্রন্থ,

পাঠ্যপুস্তক এবং ছাত্রদের কলম-পেন্সিল দেবীর আশীর্বাদ লাভের আশায়পূজাবেদীর উপর রাখা হয়। এ উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

হিন্দুদের আকীদা অনুযায়ী ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তির নাম সরস্বতী। সরস্বতী বিদ্যার দেবী। হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা এই দেবীর পূজা করে থাকে। ভারতে প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই দেবীর পূজার্চনা হয়। হিন্দুধর্ম গ্রন্থে আছে সরস্বতী নাকি এই বিশ্বের স্রষ্টা সে তার স্তনের দুধ খাইয়ে জগতকে লালন- পালন করেন।

সুখ ও সৌভাগ্যদাতা : লক্ষ্মী

লক্ষ্মী (সংস্কৃত: लक्ष्मी) হলেন একজন হিন্দু দেবী। তিনি ধনসম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের দেবী। তিনি বিষ্ণুর পত্নী। তাঁর অপর নাম মহালক্ষ্মী। জৈন স্মারকগুলিতেও লক্ষ্মীর ছবি দেখা যায়। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা।

লক্ষ্মী ছয়টি বিশেষ গুণের দেবী। তিনি বিষ্ণুর শক্তিরও উৎস। বিষ্ণু রাম ও কৃষ্ণ রূপে অবতার গ্রহণ করলে, লক্ষ্মী সীতা ও রাধা রূপে তাঁদের সঙ্গিনী হন। কৃষ্ণের দুই স্ত্রী রুক্মিণী ও সত্যভামাও লক্ষ্মীর অবতার রূপে কল্পিত হন।

লক্ষ্মীর পূজা অধিকাংশ হিন্দুর গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়। দীপাবলি ও কোজাগরী পূর্ণিমার দিন তাঁর বিশেষ পূজা হয়। এটি কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা নামে খ্যাত। বাঙালি হিন্দুরা প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা করে থাকেন।

হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী সুখ ও সৌভাগ্যের দেবী মা লক্ষ্মী। প্রতিটি গৃহে মা লক্ষ্মীর পূজার্চনা করা হয়। সকাল-সন্ধ্যায়ও তার পূজা করা হয়। হিন্দুদের আকীদা হলো এই দেবীর পূজা করলে সংসারে সুখ আসবে, বরকত হবে। ধান কেটে প্রথমে মা লক্ষ্মীকে পূজা দেয়া হয়। গণেশ শিব ও পার্বতীর পুত্র গণেশ সিদ্ধিদাতা হিসেবে বিশেষভাবে পূজিত হয়। দৃষ্টিপাতে গণেশের মস্তক বিলুপ্ত হয়। তখন বিষ্ণুর কৃপায় হস্তমুণ্ড পেয়ে গণেশ লক্ষ্মীর পূজা করা হয়, এরপর তা খাবার বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়।

সিদ্ধিদাতা বেঁচে ওঠে। হস্তমুণ্ডগণেশ যাতে অবহেলিত না হয় সে জন্য দেবতারা নিয়ম করেন যে, সর্বাগ্রে গণেশের পূজা দিতে হয়। গণেশ মহাভারতের লিপিকর বলে খ্যাত। তার অপর নাম গজানন, লম্বধর, বিনয়গ, সিদ্ধিদাতা ইত্যাদি। হিন্দুধর্ম অনুসারীগণ ব্যবসায় সফলতা কামনায় গণেশকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করে এবং গণেশমূর্তি গৃহ ও প্রতিষ্ঠানসমূহে সংরক্ষণ করে।

সৌন্দর্য দাতা : কার্তিক

কার্তিক শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক। কার্তিককে দেবতাদের সেনাপতি রূপে গণ্য করা হয়। যুদ্ধে তার আসল পরিচয়। গায়ের রং দেবী দুর্গার মতো। দেখতে খুব সুন্দর। চিরযৌবন ও ধনুর্বানধারী। ময়ূর তার বাহন। ময়ূর হিংস্রতার বিরোধী। কার্তিক মাসের শেষের দিকে তার প্রতি পূজা নিবেদিত হয়। শিব ও পার্বতীর পুত্র কার্তিক। হিন্দুধর্মের যুবশক্তির প্রতিমূর্তিরূপে কার্তিককে পূজা করা হয়। কোন নির্দিষ্ট দিনে বা মাসে কার্তিক পূজা হয় না। কার্তিককে গৃহেই পূজা করা হয়ে থাকে।

অলঙ্কার শিল্পের স্রষ্টা : বিশ্বকর্মা

দেবতাদের মধ্যে বিশ্বকর্মা সৃষ্টিশৈলীর প্রতীক। বিশ্বকর্মা চতুর্ভুজ ও গজারুর। তার আকৃতি অনেকটা কার্তিকের ন্যায়। বেদে বিশ্বকর্মাকে পৃথিবীর নির্মাতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস মতে তিনি বিশ্বের তাবৎ কর্মের সম্পাদক। তিনি শিল্পসমূহের প্রকাশক। অলঙ্কার শিল্পের স্রষ্টা, দেবতাদের চলাচলের জন্য জান সমুহের নির্মাতা ইত্যাদি। অর্থাৎ শিল্পবিদ্যায় তার একচ্ছত্র অধিকার। তাই শিল্পকর্মের পারদর্শিতা অর্জন প্রত্যাশীগণ বিশ্বকর্মা অনুগ্রহ কামনায় পূজা নিবেদন করে থাকে। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে কল-কারখানা তিনি খর্বাকৃতির ত্রিনয়ন, চতুর্ভুজ ও হস্তিমস্তক। শকংচক্র গদা, পদ্মা-দাড়ি, গণেশের বাহন হচ্ছে ইঁদুর। গনেশ মঙ্গল ও সিদ্ধিরও (সাফল্যের)

জনক বলে সকল দেবতার আগে পূজিত হয়। গণেশের গজানন এবং একদন্ত হওয়ার পিছনে পৌরাণিক কাহিনী বিদ্যমান। বিষ্ণুর বরে পার্বতী পুত্র লাভ করলে নবজাতক শিশুকে দেখার জন্য দেবতারা উপস্থিত হয়। এমন সময়ে শনি দেবের আরম্বের সঙ্গে অন্যান্য দেব দেবীর মতই মূর্তি গড়ে অথবা পথে ঘাটে বিশ্বকর্মার পূজা করা হয়।

শক্তির অধিকারী : কালী

কালী ঈশ্বরের মাতৃরূপ। কালী শক্তির দেবী। কালীর দুটি রূপ। একটি শান্ত অপরটি ভয়ঙ্কর। শান্তরূপে তিনি মঙ্গল করেন। ভয়ঙ্কর রূপে ধ্বংস করেন তিনি ভালো লোকদের রক্ষা করেন এবং অন্যায়কারীকে ধ্বংস করেন। গৃহে ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালীর পূজা হয় নিত্য। এছাড়া দীপানিপ্তা (কার্তিক অমাবস্যা), মাঘী, কৃষ্ণচতুর্দশী জৈষ্ঠের কৃষ্ণ চতুর্দশ প্রবৃতি তিথিতে বিশেষ পূজার বিধান আছে। মাঘে পূজিত দেবীর নাম রটন্তী, ওজষ্টের ফল হারেনী। বিশেষ কোন কামনা পূরণের জন্যও কালী পূজা হয়ে থাকে। কালীপূজায় সাধারণত পাঠা, ভেড়া, কিম্বা মহিষ বলি দেয়া হয়। হিন্দুধর্মের অধিকাংশ দেব-দেবীর পূজা হয় দিনে কিন্তু কালী পূজা হয় রাতে। কালীকে কালিকাদেবী ও শ্রীদুর্গা নামেও ডাকা হয়।

স্বর্গ রাজা : ইন্দ্র

ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র, মহাকাশে যার একক আধিপত্য। তিনি স্বর্গের রাজা। মূলত বৃষ্টি বর্ষণ করেন মহান আল্লাহতাআলা। তবে হিন্দু ভাইয়েরা ইন্দকে বৃষ্টিবর্ষণকারী হিসেবে মনে করে।

পরমেশ্বরের পূজার ব্যাপারে হিন্দুদের বিশ্বাস

পরমেশ্বরের নিরঙ্কুশ সর্বময় ক্ষমতা ও একত্বে বিশ্বাস করলেও হিন্দুরা তাঁর পূজা করেন না। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হচ্ছে, পূজা যার বা যেভাবেই করা হোক না কেন, তার দ্বারা ওই সর্বশক্তিমান সত্ত্বার প্রতিই ভক্তি প্রকাশ করা হয়। এ যুক্তির মূলে রয়েছে হিন্দুদের বিশ্বাস যে, যে কোন বস্তুই ঈশ্বরের অংশবিশেষ এবং এ কারণেই যা কিছুর পূজা করা হোক না কেন, তা ঈশ্বরের পূজা হিসেবে বিবেচিত হবে। হিন্দুদের এ বিশ্বাসের ফলেই নতুন দেবতা তৈরি করা আর পুরাতন দেবতাকে পরিত্যাগ করার কাজ সহজ হয়েছে। এভাবেই দেবতাদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূর্তি পূজা যেভাবে শুরু হয়

মা দূর্গার কাঠামো -বইতে এভাবে আছে যে, বেদের দেবতাদের চেহারা ছিল না। ঋষিরা যজ্ঞ করতেন এবং স্তব-স্তুতি করে সেই যজ্ঞে (মুরাকাবা) দেবতাদের আহ্বান করতেন। দেবতারা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু এক ঈশ্বরের বহু প্রকাশ। অনেক দিন পরে ঋষিদের কাছে তা আবার প্রতিভাত হইল।

সত্যং শিবং সুন্দরম্। বিজ্ঞানমানন্দং বম্মনং।।

অর্থ : ঈশ্বর ব্রহ্ম, তিনি সত্যস্বরূপ, মঙ্গলময় ও সকল সৌন্দর্যের আধার। তিনি জ্ঞানময়ও আনন্দস্বরূপ।[৩]

মূলকথা : সনাতন ধর্মের শুরুর দিকে মূর্তিপূজার প্রথা ছিল না তারা শুধু ধ্যান তথা মুরাকাবা করতো। এরপর তাদের ধর্মের ঋষিরা মুরাকাবা করে একটি রূপ দিয়েছে এবং তাকে উছিলা করে মূল ঈশ্বরের পূজা করে।

[৩মা দুর্গার কাঠামো-২]

মূর্তিপূজাকারীর শাস্তি

১। অন্ধকারে প্রবেশ করা:

যজুর্বেদে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে এবং মূর্তিপূজারীর শাস্তি সম্পর্কে বিধান দেয়া হয়েছে।

"অন্ধকারে (নরকে) প্রবেশ করবে তারা, যারা প্রকৃতির পূজা করে (যেমন আগুন, পানি, বাতাস)। আর যারা মূর্তিপূজা করে, তারা আরো বেশি অন্ধকারে প্রবেশ করবে (শম্ভুতি- যেমন: চেয়ার, টেবিল, অর্থাৎ মানুষের বানানো বস্তু)।"

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসংভূতিমুপাসতে।

ততো ভুয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাঃরতাঃ।।

যারা অবিদ্যা কাম্য কর্মের বীজ স্বরূপ প্রকৃতির উপসনা করে, তারা অন্ধকার সংসারে প্রবেশ করে। আর যারা কার্যব্রক্ষে আসক্ত হয় তারা তাহা থেকেউ অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে। ° [°-যজুর্বেদ ৪০/৯, পৃ২০৫]

আল্লাহর কোন শরিক নেই

আল্লাহর কোন শরিক নেই। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। এ কথাটি সকল ধর্মে স্বীকৃত। হিন্দুধর্মও এ কথা বলে-

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গাম।

স কারনং করনাধি পাধিপে ন চাস্যকচিৎ জনিতা ন চাধিপ °

অর্থ: এই জগতে তাহার প্রভু কেহ নেই, নিয়ন্তাও কেহ নেই। এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই যাহা দ্বারা তাহাকে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা দেবতাদেরও অধিপতি; তাহার কোন জনক বা অধ্যক্ষ নাই। [° শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ- ৬নং অধ্যায় ৯নং মন্ত্র]

ইসলামে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা

কুরআনেও একত্ববাদের কথা বলা হয়। সুতরাং সৃষ্টিকর্তার ধারণার ক্ষেত্রেও আপনি হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মিল খুঁজে পাবেন।

ক. ব্যাখ্যাসহ সূরা ইখলাস

পবিত্র কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা ইখলাসের ১-৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ সম্পর্কে সবচেয়ে চমৎকার ও যথার্থ ধারণা প্রদান করা হয়েছে:

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

كُفُوًا أَحَدٌ.

"বল, তিনি আল্লাহ্, এক ও অদ্বিতীয়; আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ; তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং কাহারো কাছ থেকে জন্ম নেন নাই; এবং তাহার সমতুল্য কেহ নাই।"

'আস সামাদ' শব্দের অর্থ আল্লাহর অস্তিত্বই কেবল অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী আরও সব কিছুই নশ্বর বা অস্থায়ী। এর আরো একটি অর্থ হল আল্লাহ্ কারো ওপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু সকল ব্যক্তি ও বস্তু তার ওপর নির্ভরশীল।

এটাই ধর্মতত্ত্বের পরশপাথর

পবিত্র কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা ইখলাস হলো ধর্মতত্ত্বের পরশপাথর। গ্রিক ভাষায় 'থিউ [Theo] বা ধর্ম' শব্দের অর্থ 'আল্লাহ্' এবং 'লজি [logy] বা তত্ত্ব' শব্দের অর্থ অধ্যয়ন। সুতরাং 'ধর্মতত্ত্ব' অর্থ আল্লাহ সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এবং সূরা ইখলাস আল্লাহর সম্পর্কে অধ্যয়নের পরশপাথর।

আপনি যদি স্বর্ণালংকার ক্রয় বা বিক্রয় করতে চান, তাহলে আপনি প্রথমেই চাইবেন তা যাচাই করতে। স্বর্ণকার পরশ পাথরের সাহায্যে স্বর্ণালংকার যাচাই করে থাকে। তিনি স্বর্ণালংকার পরশপাথরের ওপর ঘষেন এবং এর রং তিনি যে স্বর্ণালংকারটি ঘষেছেন তার রংয়ের সাথে তুলনা করেন। এটি যদি ২৪ ক্যারট স্বর্ণের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ

হয় তাহলে তিনি বলবেন, আপনার অলংকারটি ২৪ ক্যারটের খাঁটি সোনা। যদি এটি উচ্চমানের খাঁটি সোনা না হয়, তাহলে তিনি এর

মূল্য বলে দেবেন, হয় ২২ ক্যারট বা ১৮ ক্যারট বা আদৌ হয়ত এটি সোনাই নয়। এটি নকলও হতে পারে, কেননা চকচক করলেই সোনা হয় না।

তেমনি সূরা ইখলাস (আল কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা) হলো ধর্মতত্ত্বের পরশ পাথর। আপনি যাকে উপাসনা করছেন তিনি প্রকৃত স্রষ্টা না নকল স্রষ্টা এটি দিয়ে তা যাচাই করা যায়। সুতরাং কুরআনের ভাষায় সূরা ইখলাস হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর চার লাইনের একটি পরিচয়। কেউ যদি দাবি করে বা কাউকে যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলে বিশ্বাস করা হয় এবং তিনি এই চার লাইনের সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন তাহলে আমরা মুসলমানেরা তাকে আল্লাহ্ বলে মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাস হলো একটি অগ্নিপরীক্ষা। এটি হলো 'ফুরকান' বা প্রকৃত স্রষ্টা এবং স্রষ্টা হবার মিথ্যা দাবিদার যাচাইয়ের মানদণ্ড। সুতরাং পৃথিবীর যে কোনো মানুষ যারই উপাসনা করুক, তিনি যদি সূরা ইখলাসে প্রদত্ত মানদণ্ড পূরণ করেন, তাহলে তিনিই উপাস্য এবং সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা।

খ. আল্লাহর গুণাবলি

আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর নামগুলোর অধিকারী:

১) কুরআনের ১৭ নম্বর সূরা আল ইস্রার ১১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. বল: "তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর বা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর; তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তারই"।

আপনি আল্লাহকে যে কোনো নামে ডাকতে পারেন কিন্তু তা হতে হবে সুন্দর এবং তা আপনার মানসপটে আল্লাহর কোন ছবি তুলে ধরবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ৯৯ টি ভিন্ন ভিন্ন গুণবাচক নাম রয়েছে। এগুলোর কয়েকটি হলো আর-রাহমান, আর-রাহিম,

আল-হাকিম- অর্থ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু এবং সর্বজ্ঞ। আল্লাহর বহু গুণবাচক নামের মধ্যে যে নামটি দিয়ে তাঁর সবগুণ ধারণ করে তাঁকে বোঝানো যায় সে নামটি হলো 'আল্লাহ্'। আল্লাহ্ যে সবচেয়ে সুন্দর নামগুলোর অধিকারী কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তা বলা হয়েছে। আল কুরআনের ৭নং সূরা আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِي أَسْمَائِهِ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ.

"আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সকল নামেই ডাক, আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর; তাদের

কৃতকর্মের ফল তাদেরকে শীঘ্রই দেয়া হবে"।

আল কুরআনের ২০ নং সূরা ত্বহার ৮ নং আয়াতের বলা হয়েছে-

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ.

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই"।

আল কুরআনের ৫৯ নং সূরা হাশরের ২৩ এবং ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে-

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতিব মহামান্বিত। তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান।

তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

গ.'গড' বা 'ঈশ্বর' শব্দের চেয়ে আল্লাহ্ নামটি অধিকতর পছন্দনীয় বা অগ্রাধিকারযোগ্য

মুসলমানেরা ইংরেজি শব্দ 'গড' বা 'ঈশ্বর'-এর পরিবর্তে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে (সুবহানাহু তা'আলা) আল্লাহ্ নামে ডাকতে বেশি পছন্দ করে। আরবি শব্দ আল্লাহ্ খাঁটি ও অদ্বিতীয়; ইংরেজি শব্দ গডের মত তা বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয় না। যেমন: যদি 'গড' [God] শব্দটির সাথে 'এস' [S] যুক্ত করা হয়, তাহলে তা গডের বহুবচন 'গডস্' [Gods]-এ রূপান্তরিত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ হচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় এবং আল্লাহর কোন বহুবচন নেই। যদি গডের সাথে 'ডেস' [dess] শব্দটি যুক্ত করা হয়, তাহলে তা হবে 'গডেস' [Goddess] যা গডের স্ত্রী লিঙ্গ। কিন্তু স্ত্রী আল্লাহ্ বা পুরুষ আল্লাহ্ বলে কিছু নেই। আল্লাহর কোনো লিঙ্গ নেই। যদি গড শব্দটির সাথে ফাদার শব্দটি যুক্ত করা হয়, তাহলে তা হবে 'গডফাদার' [Godfather]। "সে আমার গডফাদার" অর্থ হল "সে আমার অভিভাবক"। ইসলামে আল্লাহ্ আব্বা বা আল্লাহ্ পিতা বলে কোন কিছু নেই। যদি গডের সাথে মাদার শব্দটি যুক্ত করা হয়, তাহলে তা হবে 'গডমাদার' [Godmother]। ইসলামে আল্লাহ্ আম্মি বা আল্লাহ্ মাতা বলে কিছু নেই। যদি গড শব্দটির পূর্বে টিন [Tin] শব্দটি যুক্ত করা হয়, তাহলে তা হবে নকল আল্লাহ্ কিন্তু ইসলামে টিন আল্লাহ্ বা নকল আল্লাহ্ বলে কিছু নেই।

আল্লাহ্ একটি অনন্য শব্দ, যার দ্বারা আমাদের মানসপটে কোন ছবি ভেসে ওঠে না এবং তা অন্যকোন রূপ ধারণ করে না। তাই মুসলমানেরা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে বোঝাতে আল্লাহ্ শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করে। কিন্তু অনেক সময় অমুসলিমদের সাথে কথা বলার সময় আমাদেরকে হয়ত আল্লাহকে বোঝাতে অযথার্থ শব্দ যেমন, গড, ঈশ্বর বা ভগবান ব্যবহার করতে হতে পারে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ্ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

'আল্লাহ', আরবিতে যার অর্থ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, শব্দটি নিম্নোক্ত স্থানে উল্লেখ আছে:

ঋগ্বেদ, বই ২, স্তবক ১, শ্লোক ১১

ঋগ্বেদ, বই ৩, স্তবক ৩০, শ্লোক ১০

ঋগ্বেদ, বই ৯, স্তবক ৬৭, শ্লোক ৩০

আলো উপনিষদ নামে একটি উপনিষদেও আছে।

সাধারণ প্রশ্ন - উত্তর

■ **প্রাচীনতম ধর্ম কোনটি? ইসলাম নাকি হিন্দু?**

উত্তর : সনাতন ধর্ম মানে প্রাচীনতম ধর্ম। অনেক হিন্দু ভাইয়েরা বলতে চায় হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম ধর্ম সবার আগে এসেছে, কিন্তু পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম আ. ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত একজন নবি। আবার অনেকেই বলে ইসলাম এসেছে ১৪০০ বছর আগে। কিন্তু প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম আ. আর সর্বমোট নবী ১লক্ষ ২৪ হাজার, যার মাত্র ২৫ জনের নাম কুরআনে এসেছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল,অর্থাৎ তার মাধ্যমে এই ধারা শেষ হয়েছে। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না। তাই ১৪০০ বছর আগে ইসলাম ধর্ম আসেনি বরং ১৪০০ বছর আগে এই ক্রমধারা শেষ হয়েছে।

হযরত ঈসা আ. ও ইবরাহীম আ. যে মুসলমান ছিলেন তা সূরা আলে ইমরান থেকে দেখতে পাই।

"যখন ‘ঈসা তাদের থেকে কুফরী উপলব্ধি করলেন তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী? ' হাওয়ারীগণ বলল, ‘আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে নিশ্চয় আমরা মুসলিম। "

"ইব্রাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। "[সূরা আলে ইমরান ৩:৫২,৬৭]

- **ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?**

উত্তর : হিন্দুশাস্ত্র মতে,

১) **শ্বেতাসত্র উপনিষদ :** অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ ১০, অনুচ্ছেদ ২০-এ উল্লেখ আছে-

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পায় না'।

২) **কেন উপনিষদ :** অধ্যায় -১, মন্ত্র ৫-৬

' যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে স্বয়ং স্রষ্টা ঈশ্বরকে মন দ্বারা কল্পনা করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে সত্য ঈশ্বরকে কল্পনা করেনি। যিনি স্বয়ং ব্রহ্মা তাকে চোখ দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয়।

- **ঈশ্বর কি একাধিক হতে পারে?**

উত্তর : হিন্দুশাস্ত্র মতে -

১)ছান্দগ্য উপনিষদ -এ রয়েছে -

'স্রষ্টা মাত্র একজনই। দ্বিতীয় কেউ নেই।'

২) ঋগ্বেদ আছে:-

"এবং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ না নাস্তি কিঞ্চন।"

অর্থ: : পরমেশ্বর এক তিনি ব্যতীত কেহ নেই।

৩) শ্রীমদ্ভগবদগীতায় আছে-

ত্বমাদিদেবঃপুরুষঃপুরাণ

তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ।

অর্থ: তুমি অনাদিদেব; তুমি পুরুষ পুরাণ; তুমিই বিশ্বের পরম আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র প্রভু। তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞেতা। তুমিই একমাত্র পরমস্থান। হে অনন্তরূপ, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত।

৪) ঋগ্বেদে আছে:

য এক ইত্তমুষ্টুহি কৃষ্টীনাং বিচর্যানিঃ ।

অর্থ : যিনি সবদর্শী ও বর্ষণশীল, তিনি এক।

৫) শ্রীমদ্ভগবদগীতা :

'শুধু একজন ঈশ্বরের উপাসনা করো। '

[১. ছান্দগ্য উপনিষদ : অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-২ ও ১

২. ঋগ্বেদ ২, মণ্ডল, ১ শ্লোক, ৭ নং মন্ত্র

৩. শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১১/৩

৪. ঋগ্বেদ-৬ মণ্ডল ৪৫ সুক্ত ১৬ মন্ত্র

৫. শ্রীমদভগবতগীতা, অধ্যায় ৭, শ্লোক -১৭]

- **ঈশ্বরের কি আকার হতে পারে?**

উত্তর : শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ :

১) ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন

তৎসমশ্চাভ্য ধিকশ্চ দৃশ্যতে।

অর্থ: ঈশ্বরের শরির নেই। তাহার ইন্দ্রীয়ও নেই। তাহার সমান বা তা হইতে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই ।

২) ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন

চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম স কারনং

করানাধি পাধিপো ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপ

অর্থ: এই জগতে তাহার প্রভু কেউ নেই নিয়ন্তা ও কেহ নেই এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই যাহা দ্বারা তাহাকে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাদেরও অধিপতি তাহার কোন জনক বা অধ্যক্ষ নেই ।

৩) শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, পরিচ্ছেদ-১৯-এ রয়েছে-

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা নেই, কোনো প্রতিমূর্তি নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই, কোনো রূপক নেই, কোনো ফটোগ্রাফ নেই, তাঁর কোনো ভাস্কর্য নেই ।

৪) যযুর্বেদ : এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরাকার ও পবিত্র।'

[১.শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-৬/৮

২. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/৯

৩.শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, পরিচ্ছেদ-১৯

৪. যজুর্বেদ : অধ্যায়-৪০, অনুচ্ছেদ-৮]

- **হিন্দুধর্মে মূর্তি পুজা নিয়ে কি বলা আছে?**

উত্তর : হিন্দুশাস্ত্র মতে,

১) শ্বেতাসত্র উপনিষদ : এ রয়েছে-

‘সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা নেই, কোনো প্রতিমূর্তি নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই, কোনো রূপক নেই, কোনো ফটোগ্রাফ নেই, তাঁর কোনো ভাস্কর্য নেই।’

২) ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গাম । স কারনং করনাধি পাধিপে ন চাস্যকচিৎ জনিতা ন চাধিপ।

অর্থ : এই জগতে তাহার প্রভু কেহ নেই,নিয়ন্তাও কেহ নেই। এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই যাহা দ্বারা তাহাকে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা দেবতাদেরও অধিপতি; তাহার কোন জনক বা অধ্যক্ষ নাই ।

৩) অন্ধং তমঃ প্রবিশক্তি যেহসংভূতিমুপাসতে। ততো ভুয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাঃরতাঃ।।

অর্থ: যারা অবিদ্যা কাম্য কর্মের বীজ স্বরূপ প্রকৃতির উপসনা করে, তারা অন্ধকার সংসারে প্রবেশ করে। আর যারা কার্যব্রক্ষে আসক্ত হয় তারা তাহা থেকেউ অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে।

৪) শ্রীমদভগবদগীতা তে রয়েছে-

'সেসব লোক যাদের বিচারবুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা, তারাই মূর্তি পূজা করে।'

৫) যজুর্বেদ এ উল্লেখ করা হয়েছে-

‘সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো মূর্তি নেই।'

প্রতিমা শব্দের অর্থ প্রতিমূর্তি, উপমা,রূপক, ফটো, ভাস্কর্য, মূর্তি প্রভৃতি ।

[১.শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, পরিচ্ছেদ-১৯

২.শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-৬নং অধ্যায় ৯নং মন্ত্র

৩.যজুর্বেদ ৪০/৯ পৃ 205

৪.ভগবদগীতা, অধ্যায়-৭ অনুচ্ছেদ ২০

৫.যজুর্বেদ : অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ-৩]

■ পৃথিবীতে এত ধর্ম কেন?

উত্তর : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মাত্র ১ টি ধর্ম পাঠিয়েছেন। যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তারা শুধুমাত্র একটি শিক্ষাই দিয়েছেন, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। যদি কেউ আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাকে বলা হবে মুসলিম।

১) পবিত্র কুরআনে আছে -

"নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম। এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ; এবং যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।"

ইসলাম অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও বিকৃত হয়ে গেছে।

২) পবিত্র কুরআনে আছে :

"কাজেই দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে অতঃপর সামান্য মূল্য পাওয়ার জন্য বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে'। অতএব, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস। "

যুগে যুগে অনেক নবী রাসূল এসেছেন নির্দিষ্ট জায়গার মানুষের জন্য। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন কে পাঠানো হয়েছে পুরো মানবজাতির জন্য।

৩) আল্লাহ বলেন -

"নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই অবশ্যই তার সংরক্ষক।"

[১. সূরা আল ইমরান, ৩:১৯

২. সূরা বাকারা, ২:৭৯

৩. সূরা হিজর, ১৫:৯]

- **রাম বা শ্রীকৃষ্ণ কি আল্লাহর রাসূল?**

উত্তর : এমন কোনো উম্মত ছিলো না যাদের কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সতর্ককারী পাঠান নি। আল্লাহ পৃথিবীতে সর্বমোট ১লক্ষ ২৪ হাজার নবী রাসূল পাঠিয়েছেন, পবিত্র কুরআনে ২৫ জনের নাম এসেছে। বাকিদের নাম আমরা জানিনা। যেহেতু রাম বা শ্রীকৃষ্ণ এর নাম কুরআনে নেই, তাই আমরা জানিনা তারা নবী ছিলেন কি না। হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

তবে যেসব নবী রাসূল এসেছেন হযরত মুহাম্মদ সা. এর আগে তারা ছিলো সেই অঞ্চলের মানুষের জন্য। রাম ও শ্রীকৃষ্ণ যদি আল্লাহর নবী হয়েও থাকেন তারা ছিলেন সেখানকার মানুষ ও সময়ের জন্য। বর্তমানে পৃথিবীর সব মানুষ মানবে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে। আর সর্বশেষ আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন কে।

[সহীহ হাদিস- মিশকাত আল মাসাবিহ : অধ্যায় ৩, হাদিস ৫৩৭৩,

মুসনাদে আহমাদ: অধ্যায় ৫, পৃ ২৬৫-২৬৬ সূরা ফাতির, ৩৫:২৪ সূরা আম্বিয়া, ২১:১০৭]

- **হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো কি আসমানী কিতাব?**

উত্তর : আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

১. "আর অবশ্যই আমরা আপনার আগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম । আর আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাপারেই নির্ধারিত সময় লিপিবদ্ধ আছে।"

প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আসমানী কিতাব পাঠিয়েছেন, তবে পবিত্র কুরআনে মাত্র ৪ টির কথা উল্লেখ আছে -তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, কুরআন। কুরআনের আগের ওহীগুলো ছিলো নির্দিষ্ট সময় ও সম্প্রদায়ের জন্য। কুরআন নাযিল হয়েছে পুরো মানবজাতির জন্য। যেহেতু বেদের কথা কুরআনে বলা হয়নি, আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবো না আল্লাহর বাণী। হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যদি হয়েও থাকে তা ছিলো নির্দিষ্ট সময় বা সম্প্রদায়ের জন্য। [সুরা রদ, ১৩:৩৮]

■ **আল্লাহকে ঈশ্বর, ভগবান বা গড ইত্যাদি নামে ডাকা যাবে?**

উত্তর : আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

১. "বলুন, 'তোমরা 'আল্লাহ্' নামে ডাক বা 'রহমান' নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। আর আপনি সালাতে স্বর খুব উচ্চ করবেন না আব্র খুব ক্ষীণও করবেন না; বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করুন "

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কে যেকোনো সুন্দর নামে ডাকা যায় যেখানে আল্লাহর গুনাবলী থাকবে, যে নাম শুনে মনে কোনো ছবি ভেসে উঠবে না।

এছাড়া কুরআনে আরো বিভিন্ন যায়গায় বলা আছে - "সবচেয়ে সুন্দর নামসমূহ তো আল্লাহর। " ২

পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ৯৯ টা নামের কথা বলা আছে।

যেনামেই ডাকা হোক তা সত্য ঈশ্বরকে ডাকতে হবে, মিথ্যা ঈশ্বরকে না। যে ঈশ্বরের ই উপাসনা করেন, তাকে পরীক্ষা করতে হবে সূরা ইখলাস ১-৪ আয়াত দিয়ে। মিলে গেলেই আপত্তি ছাড়াই মেনে নেয়া যাবে যে তিনি স্রষ্টা। আর যদি না মিলে তাহলে তাকে ঈশ্বর বলা যাবেনা।

[১.সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:১১০

২. সূরা ত্বহা, ২০:৮ ; সূরা আরাফ, ৭:১৮০]

■ সৃষ্টিকর্তা কি পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আসতে পারেন?

উত্তর : স্রষ্টা পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আসেন এই তত্ত্বে যারা বিশ্বাস করে তাদের বলে anthroponism। তাদের বিশ্বাস মহান স্রষ্টা পবিত্র, তিনি মানুষের সমস্যাগুলো বুঝে উঠতে পারেন না। এ কারনে তিনি মানুষ হিসেবে জন্মান এরপর মানুষকে বিভিন্ন বিধিনিষেধ দেন।

উদাহরণ হিসেবে -কেউ যদি রেডিও তৈরি করে তাহলে সেটার নিয়মকানুন বুঝার জন্য তাকে রেডিও হতে হবেনা। যে বানিয়েছে সেই ভালো বুঝবে এটা কিভাবে চালাতে হবে, এর নির্দেশনাবলী সেই ভালোভাবে বুঝবে। তেমনিভাবে, মহান ঈশ্বর তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা, মানুষের জন্য কোনটা ভালো ও কোনটা খারাপ সেটা জানার জন্য তাকে মানুষ হতে হবেনা। তিনি মানুষ জাতির মধ্যে একজন কে ঠিক করবেন, যাদের সাথে তিনি যোগাযোগ করবেন, তাদেরকে বলা হয় প্রেরিত দুত, নবী- রাসূলগন। তিনি তাদের মাধ্যমে মানুষকে নির্দেশনা দেন। আল্লাহর সর্বশেষ নির্দেশনা হলো পবিত্র কুরআন।

বেদেও এই ধারণা নেই যে ঈশ্বর মানুষের বিভিন্ন রুপ নিয়ে পৃথিবীতে আসে। বেদে বলা হয়েছে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ঋষিরা আসে। মানুষের খাওয়া ও বিশ্রাম,ঘুমের প্রয়োজন হয়। আল্লাহর এসব প্রয়োজন নেই। (১,২)

[১.সূরা আনআম, ৬:১৪

২. সূরা বাকারা, ২:১৫৫]

১৩. হিন্দু ভাইদের দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি (কথোপকথন)

১. প্রাচীনতম ধর্ম

আব্দুল্লাহ :আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা।

গনেশ : ওয়ালাইকুম/নমষ্কার।

আব্দুল্লাহ : কেমন আছেন দাদা।

গনেশ: আছি ভগবানের কৃপায়।

আব্দুল্লাহ : বলুন তো দাদা সবার আগে কোন ধর্ম এসেছে?

গনেশ : এটা তো সবাই জানে, হিন্দু হলো সনাতন ধর্ম। এটাই সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবার আগে এসেছে।

আব্দুল্লাহ : অনেক হিন্দু দাদারাই বলতে চান হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম ধর্ম সবার আগে এসেছে, কিন্তু পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত একজন নবি। আবার অনেকেই বলে ইসলাম এসেছে ১৪০০ বছর আগে। কিন্তু প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম আ. আর সর্বমোট নবী ১লক্ষ ২৪ হাজার, যার মাত্র ২৫ জনের নাম কুরআনে এসেছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল,অর্থাৎ তার মাধ্যমে এই ধারা শেষ হয়েছে। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী রাসূল আসবেন না। তাই ১৪০০ বছর আগে ইসলাম ধর্ম আসেনি বরং ১৪০০ বছর আগে এই ক্রমধারা শেষ হয়েছে।

গনেশ : আগের নবিরা যে মুসলিম ছিলো তার প্রমাণ কি?

আব্দুল্লাহ : হযরত ঈসা আ. ও ইবরাহীম আ. যে মুসলমান ছিলেন তা সূরা আলে ইমরান থেকে দেখতে পাই।

"যখন ‘ঈসা তাদের থেকে কুফরী উপলব্ধি করলেন তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী? ' হাওয়ারীগণ বলল, ‘আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে নিশ্চয় আমরা মুসলিম। "

"ইব্রাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। " [সূরা আলে ইমরান ৩:৫২,৬৭]

গনেশ : আগে তো জানা ছিলো না!

২. ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?

ফাতিমা : আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা।

পুজা : আদাব, কেমন আছিস?

ফাতিমা : আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালোই। আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন ছিলো। ঈশ্বরকে কে কি দেখা যায়?

পুজা : শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছিলো তখন যারা ছিলো। অন্যদের ব্যাপারে জানিনা।

ফাতিমা : আমি এখন তোদের ধর্মীয় শাস্ত্র থেকেই এর উত্তর টা বলবো।

১) শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ ১০, অনুচ্ছেদ ২০-এ উল্লেখ আছে-

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পায় না'।

২) কেন উপনিষদ : অধ্যায় -১, মন্ত্র ৫-৬

' যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে স্বয়ং স্রষ্টা ঈশ্বরকে মন দ্বারা কল্পনা করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে সত্য ঈশ্বরকে কল্পনা করেনি। যিনি স্বয়ং ব্রহ্মা তাকে চোখ দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয়।

পুজা : আমি শাস্ত্র পড়িনি, তাই এত জানিনা!

৩. ঈশ্বর কি একাধিক হতে পারে?

সাফিয়া : আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা, কেমন আছিস?

অদিতি : ভালো আছি। তুই?

সাফিয়া : আলহামদুলিল্লাহ ভালো রে। আচ্ছা আমার একটা জিনিস জানার আছে। তোদের ধর্মে ঈশ্বর কতজন? ঈশ্বর কি একাধিক হতে পারে?

অদিতি : এক ঈশ্বরের অনেক রুপ থাকে।

সাফিয়া :

হিন্দুশাস্ত্র মতে -

১)ছান্দগ্য উপনিষদ -এ রয়েছে -

'স্রষ্টা মাত্র একজনই। দ্বিতীয় কেউ নেই।'

২) ঋগ্বেদ আছে:-

"এবং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ না নাস্তি কিঞ্চন।" অর্থ: : পরমেশ্বর এক তিনি ব্যতীত কেহ নেই।

৩) শ্রীমদ্ভগবদগীতায় আছে-

"ত্বমাদিদেবঃপুরুষঃপুরাণ

তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম।

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ।"

অর্থ: তুমি অনাদিদেব; তুমি পুরুষ পুরাণ; তুমিই বিশ্বের পরম আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র প্রভু। তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞেতা। তুমিই একমাত্র পরমস্থান। হে অনন্তরূপ, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত।

৪) ঋগ্বেদে আছে:

"য এক ইত্তমুষ্টুহি কৃষ্টীনাং বিচর্যানিঃ ।"

অর্থ : যিনি সবদর্শী ও বর্ষণশীল, তিনি এক।

৫) শ্রীমদ্ভগবদগীতা :

'শুধু একজন ঈশ্বরের উপাসনা করো। '

[১. ছান্দগ্য উপনিষদ : অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-২ ও ১

২. ঋগ্বেদ ২, মণ্ডল, ১ শ্লোক, ৭ নং মন্ত্র

৩. শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১১/৩

৪. ঋগ্বেদ-৬ মণ্ডল ৪৫ সুক্ত ১৬ মন্ত্র

৫. শ্রীমদভগবতগীতা, অধ্যায় ৭, শ্লোক -১৭]

অদিতি : বেদ পড়িনি কখনো!

৪. ঈশ্বরের কি আকার হতে পারে?

সাফিয়া : আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা। কোথায় যাচ্ছিস?

অন্তি : আজকে শিবরাত্রি তো। পুজা আছে।

সাফিয়া : একথা শুনে একটা প্রশ্ন মাথায় আসলো। তিনি তো মহেশ্বর!! ঈশ্বরের কি আকার হতে পারে?

অন্তি : মূল ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু তারা ঈশ্বরের রুপ। এজন্য আকার আছে।

সাফিয়া : আচ্ছা তোদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই বলি,

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ :

১) ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন

তৎসমশ্চাভ্য ধিকশ্চ দৃশ্যতে।

অর্থ: ঈশ্বরের শরির নেই। তাহার ইন্দ্রীয়ও নেই। তাহার সমান বা তা হইতে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই ।

২) ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন

চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম স কারনং

করানাধি পাধিপো ন চাস্য কশ্চিৎ জনিতা ন চাধিপ

অর্থ: এই জগতে তাহার প্রভু কেউ নেই নিয়ন্তা ও কেহ নেই এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই যাহা দ্বারা তাহাকে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাদেরও অধিপতি তাহার কোন জনক বা অধ্যক্ষ নেই ।

৩) শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, পরিচ্ছেদ-১৯-এ রয়েছে-

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা নেই, কোনো প্রতিমূর্তি নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই, কোনো রূপক নেই, কোনো ফটোগ্রাফ নেই, তাঁর কোনো ভাস্কর্য নেই ।

৪) যজুর্বেদ : অধ্যায়-৪০, অনুচ্ছেদ-৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরাকার ও পবিত্র।'

[১.শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-৬/৮

২. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/৯

৩.শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, পরিচ্ছেদ-১৯

৪. যজুর্বেদ : অধ্যায়-৪০, অনুচ্ছেদ-৮]

অন্তি : হুমমম....এটার কোনো ব্যাখ্যা আছে। আমি হয়তো জানিনা।

সাফিয়া : তোর উচিত নিজের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে একটু স্টাডি করা। তাহলে তোদের ধর্মকেই ভালোভাবে বুঝতে পারবি।

অন্তি : আচ্ছা করবো।

৫.হিন্দুধর্মে মূর্তি পুজা নিয়ে কি বলা আছে?

যয়নব : আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা, কি খবর কেমন আছিস?

শ্রেয়া : ভালো আছি। তোর কি খবর?

যয়নব : আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কোথায় যাচ্ছিস?

শ্রেয়া : এইতো। আজকে কালীপূজা আছে রে। মন্দিরে যাচ্ছি।

যয়নব : আচ্ছা আমি শুনেছিলাম হিন্দু ধর্মে মূর্তি পূজা নেই।

এ সম্পর্কে তোর মত কি!

শ্রেয়া : আমি তো ছোট থেকেই আমার পরিবার কে পূজা করতে দেখেছি। তুই হয়তো ভুল জানিস।

যয়নব : আমি তোদের শাস্ত্র থেকেই বলবো, আমার কথা না।

১) শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, পরিচ্ছেদ-১৯-এ রয়েছে-

"সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা নেই, কোনো প্রতিমূর্তি নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই, কোনো রূপক নেই, কোনো ফটোগ্রাফ নেই, তাঁর কোনো ভাস্কর্য নেই ।"

২) ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গাম । স কারনং করনাধি পাধিপে ন চাস্যকচিৎ জনিতা ন চাধিপ।

অর্থ : এই জগতে তাহার প্রভু কেহ নেই,নিয়ন্তাত্ত কেহ নেই। এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই যাহা দ্বারা তাহাকে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা দেবতাদেরও অধিপতি; তাহার কোন জনক বা অধ্যক্ষ নাই ।

৩) অন্ধং তমঃ প্রবিশক্তি যেহসংভূতিমুপাসতে। ততো ভুয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাঃরতাঃ।।

অর্থ: যারা অবিদ্যা কাম্য কর্মের বীজ স্বরূপ প্রকৃতির উপসনা করে, তারা অন্ধকার সংসারে প্রবেশ করে। আর যারা কার্যব্রক্ষে আসক্ত হয় তারা তাহা থেকেউ অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে।

৪) শ্রীমদভগবদগীতা , অধ্যায়-৭ অনুচ্ছেদ ২০-এ রয়েছে-

'সেসব লোক যাদের বিচারবুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা, তারাই মূর্তি পূজা করে।'

৫) যজুর্বেদ এ উল্লেখ করা হয়েছে-

"সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো মূর্তি নেই।'

প্রতিমা শব্দের অর্থ প্রতিমূর্তি, উপমা,রূপক, ফটো, ভাস্কর্য, মূর্তি প্রভৃতি ।"

[১.শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, পরিচ্ছেদ-১৯

২.শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-৬নং অধ্যায় ৯নং মন্ত্র

৩.যজুর্বেদ ৪০/৯ পৃ 205

৪.ভগবদগীতা, অধ্যায়-৭ অনুচ্ছেদ ২০

৫.যজুর্বেদ : অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ-৩]

শ্রেয়া : আসলেই!! এ ব্যাপারে আমার আরো জানতে হবে।

৬. পৃথিবীতে এত ধর্ম কেন?

ফাতিমা : আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা, কেমন আছো?

প্রমা : আমি ভালো আছি। তুমি?

ফাতিমা : আলহামদুলিল্লাহ ভালো।

প্রমা : আচ্ছা, আমি জানতে চাই আমাদের ঈশ্বর / ভগবান যদি একজন ই হয়, তাহলে পৃথিবীতে এত ধর্ম কেন?

ফাতিমা : পৃথিবীতে এত ধর্ম আল্লাহ বানান নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মাত্র ১ টি ধর্ম পাঠিয়েছেন। যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তারা শুধুমাত্র একটি শিক্ষাই দিয়েছেন, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। যদি কেউ আল্লাহর উপর আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাকে বলা হবে মুসলিম।

১) পবিত্র কুরআনে আছে -

"নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম। এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ; এবং যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।"

ইসলাম অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও বিকৃত হয়ে গেছে।

২) পবিত্র কুরআনে আছে :

"কাজেই দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে অতঃপর সামান্য মূল্য পাওয়ার জন্য বলে, 'এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে'। অতএব, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের ধ্বংস। "

যুগে যুগে অনেক নবী রাসূল এসেছেন নির্দিষ্ট জায়গার মানুষের জন্য। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন কে পাঠানো হয়েছে পুরো মানবজাতির জন্য।

৩) আল্লাহ বলেন -

"নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই অবশ্যই তার সংরক্ষক। "

[১. সূরা আল ইমরান, ৩:১৯

২. সূরা বাকারা, ২:৭৯

৩. সূরা হিজর, ১৫:৯]

প্রমা : ওহহ! জানতাম না। কত কিছুই অজানা!

৭. রাম বা শ্রীকৃষ্ণ কি আল্লাহর রাসূল?

ফাতিমা : আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা। কেমন আছেন আপু?

তনুশ্রী : ওয়ালাইকুম, আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?

ফাতিমা : আছি আপু আলহামদুলিল্লাহ। আমার একটা প্রশ্ন ছিলো আপু। আমি ছোটোবেলায় বিশ্বসাহিত্যের বই পড়েছিলাম - ছোটদের রামায়ণ। আচ্ছা রাম কে তোমরা কিভাবে মানো? উনি আসলে কে? কৃষ্ণ ও কি তোমাদের দেবতা নাকি ঈশ্বর?

তনুশ্রী : রাম একজন অবতার। ধরতে পারো তোমাদের নবী রাসূলদের মত। এজন্য আমরা তাদের মেনে চলি।

ফাতিমা : যদি তা হয়েও থাকে তা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু আমাদের শেষ নবী ও রাসুল ছিলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের সবার, পুরো পৃথিবীর, সব ধর্মের মানুষের জন্য। এজন্য আমাদের সবার উচিত তাকে অনুসরণ করা।

তনুশ্রী : ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ফাতিমা :

এমন কোনো উম্মত ছিলো না যাদের কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সতর্ককারী পাঠান নি। আল্লাহ পৃথিবীতে সর্বমোট ১লক্ষ ২৪ হাজার নবী রাসূল পাঠিয়েছেন, পবিত্র কুরআনে ২৫ জনের নাম এসেছে। বাকিদের নাম আমরা জানিনা। যেহেতু রাম বা শ্রীকৃষ্ণ এর নাম কুরআনে নেই, তাই আমরা জানিনা তারা নবী ছিলেন কি না। হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

তবে যেসব নবী রাসূল এসেছেন হযরত মুহাম্মদ সা. এর আগে তারা ছিলো সেই অঞ্চলের মানুষের জন্য। রাম ও শ্রীকৃষ্ণ যদি আল্লাহর নবী হয়েও থাকেন তারা ছিলেন সেখানকার মানুষ ও সময়ের জন্য। বর্তমানে পৃথিবীর সব মানুষ মানবে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে। আর সর্বশেষ আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন কে।

[সহীহ হাদিস-

মিশকাত আল মাসাবিহ : অধ্যায় ৩, হাদিস ৫৩৭৩,

মুসনাদে আহমাদ: অধ্যায় ৫, পৃ ২৬৫-২৬৬

সূরা ফাতির, ৩৫:২৪

সূরা আম্বিয়া, ২১:১০৭]

তনুশ্রী : কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো আমাদের ঈশ্বর!

ফাতিমা : তাহলে বিষ্ণু কে!!!

৮. হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো কি আসমানী কিতাব?

সুস্মিতা : কি খবর? কেমন আছিস?

রাবেয়া : আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তুই কেমন আছিস?

সুস্মিতা : হ্যাঁ, ভালো আছি। তুই কি ব্যস্ত?

রাবেয়া : তেমন না। একটু কুরআন পড়বো এখন। আচ্ছা তোরা তোদের ধর্মগ্রন্থ পড়িস না?

সুস্মিতা : হ্যাঁ পড়ি তো। গীতা পড়া হয়। অন্য গুলো তেমন পড়া হয়না।

রাবেয়া : কোনো ধর্মকে বোঝার সর্বোত্তম ও সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি হল সেই ধর্মের মূল উৎস অর্থাৎ আসমানী বা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা ও বোঝা। একইভাবে, হিন্দুধর্ম বোঝার সবচেয়ে ভালো ও উপযুক্ত পন্থা হলো হিন্দুধর্মের মূল উৎসগুলোকে অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো বোঝা। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র ও মৌলিক উৎসগুলো হলো বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, ভগবদ্গীতা, পুরাণ, ইত্যাদি।

সুস্মিতা : হ্যাঁ গীতা টাই বেশি পড়া হয়।

রাবেয়া : এখানে যা আছে এটা কি ঈশ্বরের বানী!!

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

"আর অবশ্যই আমরা আপনার আগে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম । আর আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাপারেই নির্ধারিত সময় লিপিবদ্ধ আছে।"

প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আসমানী কিতাব পাঠিয়েছেন, তবে পবিত্র কুরআনে মাত্র ৪ টির কথা উল্লেখ আছে -তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, কুরআন। কুরআনের আগের ওহীগুলো ছিলো নির্দিষ্ট সময় ও সম্প্রদায়ের জন্য। কুরআন নাযিল হয়েছে পুরো মানবজাতির জন্য। যেহেতু বেদের কথা কুরআনে বলা হয়নি, আমরা

নিশ্চিত ভাবে বলতে পারবো না আল্লাহর বাণী। হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যদি হয়েও থাকে তা ছিলো নির্দিষ্ট সময় বা সম্প্রদায়ের জন্য। [সুরা রদ, ১৩:৩৮]

সুস্মিতা : এত বিস্তারিত জানা নেই আমার।

৯. আল্লাহকে ঈশ্বর, ভগবান বা গড ইত্যাদি নামে ডাকা যাবে?

আহমেদ : আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা। কেমন আছেন ভাই?

অনুপম : ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

আহমেদ : আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রেখেছেন, যিনি আপনার আমার মালিক।

অনুপম : হ্যাঁ। একজন কেই আমরা ভগবান, ঈশ্বর বলি।খ্রিস্টান রা গড বলে। আর তোমরা আল্লাহ বলো। নাম টাই শুধু আলাদা।

আহমেদ : আল্লাহকে তো ভগবান, গড বলে ডাকা যাবেনা। আমরা বোঝার সুবিধার্থে বলতেই পারি, আপনার ভগবান আর আমার আল্লাহ একজন ই। কিন্তু আল্লাহকে আল্লাহর গুনবাচক নাম গুলো থেকেই ডাকতে হয়।

অনুপম : যেমন!!

আহমেদ : আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

১. "বলুন, ‘তোমরা ‘আল্লাহ্’ নামে ডাক বা ‘রহমান’ নামে ডাক, তোমরা যে নামেই ডাক সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। আর আপনি সালাতে স্বর খুব উচ্চ করবেন না আব্র খুব ক্ষীণও করবেন না; বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করুন "

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কে যেকোনো সুন্দর নামে ডাকা যায় যেখানে আল্লাহর গুনাবলী থাকবে, যে নাম শুনে মনে কোনো ছবি ভেসে উঠবে না।

এছাড়া কুরআনে আরো বিভিন্ন যায়গায় বলা আছে -

"সবচেয়ে সুন্দর নামসমূহ তো আল্লাহর। " ◦

পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ৯৯ টা নামের কথা বলা আছে।

যেনামেই ডাকা হোক তা সত্য ঈশ্বরকে ডাকতে হবে, মিথ্যা ঈশ্বরকে না। যে ঈশ্বরের ই উপাসনা করেন, তাকে পরীক্ষা করতে হবে সূরা ইখলাস ১-৪ নং আয়াত দিয়ে। মিলে গেলেই আপত্তি ছাড়াই মেনে নেয়া যাবে যে তিনি স্রষ্টা। আর যদি না মিলে তাহলে তাকে ঈশ্বর বলা যাবেনা।

[১.সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:১১০

° সূরা ত্বহা, ২০:৮ ; সূরা আরাফ, ৭:১৮০]

অনুপম : ওহ। এতকিছু জানিনা।

১০. সৃষ্টিকর্তা কি পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আসতে পারেন?

পরমা : কি অবস্থা কেমন আছো?

জান্নাত : আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? ব্যস্ত নাকি তুমি?

পরমা : ভালো আছি। জন্মাষ্টমী না আজকে! এজন্য একটু ব্যস্ত।

জান্নাত : ও আচ্ছা তাহলে আজকে কৃষ্ণের জন্মদিন ! উনি না বিষ্ণুর অবতার!

পরমা : হ্যাঁ!

পৃথিবীতে অধর্মের দেখা দিলে, স্বার্থের জন্য ধর্মের বিকৃতি ঘটালে, ধর্মের নামে অধর্ম করলে, ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্তদিগকে উৎপীড়িত করলে; পাপী, অত্যাচারী, হিংসা-বিদ্বেষ, অরাজকতা ও স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পেলে; সাধুগণের রক্ষা ও দুষ্টের দমনের জন্য অবতারগণের আগমন হয়।

এ ব্যাপারে গীতায় বলা আছে -

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। "

অনুবাদ:- হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই (এক আত্মার সৃস্টি করি)।

জান্নাত : সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর কি পৃথিবীতে তার সৃষ্টির রুপ নিয়ে আসতে পারে! আদৌ কি জরুরত আছে?

পরমা : পারবে না কেন!

জান্নাত :

স্রষ্টা পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আসেন এই তত্ত্বে যারা বিশ্বাস করে তাদের বলে anthroponism। তাদের বিশ্বাস মহান স্রষ্টা পবিত্র, তিনি মানুষের সমস্যাগুলো বুঝে উঠতে পারেন না। এ কারনে তিনি মানুষ হিসেবে জন্মান এরপর মানুষকে বিভিন্ন বিধিনিষেধ দেন।

উদাহরণ হিসেবে -কেউ যদি রেডিও তৈরি করে তাহলে সেটার নিয়মকানুন বুঝার জন্য তাকে রেডিও হতে হবেনা। যে বানিয়েছে সেই ভালো বুঝবে এটা কিভাবে চালাতে হবে, এর নির্দেশনাবলী সেই ভালোভাবে বুঝবে। তেমনিভাবে, মনান ঈশ্বর তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা, মানুষের জন্য কোনটা ভালো ও কোনটা খারাপ সেটা জানার জন্য তাকে মানুষ হতে হবেনা। তিনি মানুষ জাতির মধ্যে একজন কে ঠিক করবেন, যাদের সাথে তিনি যোগাযোগ করবেন, তাদেরকে বলা হয় প্রেরিত দুত। নবী- রাসূলগন। তিনি তাদের মাধ্যমে মানুষকে নির্দেশনা দেন। আল্লাহর সর্বশেষ নির্দেশনা হলো পবিত্র কুরআন।

বেদেও এই ধারণা নেই যে ঈশ্বর মানুষের বিভিন্ন রুপ নিয়ে পৃথিবীতে আসে। বেদে বলা হয়েছে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ঋষিরা আসে। মানুষের খাওয়া ও বিশ্রাম,ঘুমের প্রয়োজন হয়। আল্লাহর এসব প্রয়োজন নেই। (১,২)

[১.সূরা আনআম, ৬:১৪

২. সূরা বাকারা, ২:১৫৫]

পরমা : এসব ব্যাপারে আমার জ্ঞান কম তাই আমি কোনো উত্তর দিতে পারছিনা!

রেফারেন্স

- আল কুরআন
- আল হাদিস
- হিন্দুভাইদের দাওয়াত দেয়ার পথ ও পদ্ধতি - মুফতি যুবায়ের আহমদ হাফিজাহুল্লাহ
- ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য - ড. জাকির নায়েক
- বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম - ড. জাকির নায়েক
- বেদ
- ভগবদগীতা
- উপনিষদ
- উইকিপিডিয়া

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111413923/